I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

আধ্যাত্মিক প্রকৃতমর্মে সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত ও তন্ত্রের আলোকে দেবী কালিকা: শিক্ষাতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুধ্যান

কিঞ্জল চক্রবর্তী
অতিথি অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী মহাবিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: * কিঞ্জল চক্রবর্তী

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20730044

সারসংক্ষেপ

দেবী কালী ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক I তাঁকে সাধারণত ধ্বংসের দেবী হিসেবে বিবেচনা করা হলেও ভারতীয় দর্শনের গভীরে তিনি প্রকৃতি, চেতনা, শক্তি ও মুক্তির বহুমাত্রিক রূপক হিসেবে উপস্থিত। এই প্রবন্ধে সাংখ্য, বেদান্ত ও তন্ত্র দর্শনের আলোকে দেবী কালিকার ধারণাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতীকী তাৎপর্য অন্বেষণ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে কালী প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী শক্তির প্রতীক, বেদান্তে তিনি ব্রহ্মের মায়াশক্তি এবং তন্ত্রে সর্বোচ্চ পরাশক্তির প্রকাশ I পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, নির্মাণবাদ, মানবতাবাদী শিক্ষা এবং গভীর মনোবিজ্ঞানের আলোকে কালীকে জ্ঞান নির্মাণ, মানসিক রূপান্তর ও আত্ম-উপলব্ধির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে I প্রবন্ধটি দেখায় যে দেবী কালীর প্রতীকী রূপ ভারতীয় দর্শন, শিক্ষা ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করে I

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 04-05-2026
- **Accepted:** 15-06-2026
- **Published:** 17-06-2026
- **IJCRM:**5(3); 2026: 942-944
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

কিঞ্জল চক্রবর্তী. আধ্যাত্মিক প্রকৃতমর্মে সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত ও তন্ত্রের আলোকে দেবী কালিকা: শিক্ষাতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুধ্যান. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):942-944.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: কালী, সাংখ্য দর্শন, বেদান্ত, তন্ত্র, শিক্ষাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, নির্মাণবাদ

© 2026 কিঞ্জল চক্রবর্তী. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সাংখ্য অন্যতম প্রাচীন ও প্রভাবশালী দার্শনিক ব্যবস্থা I সাংখ্য দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য হলো পুরুষ (চৈতন্য) এবং প্রকৃতি (পদার্থ বা শক্তি)-র দ্বৈত সম্পর্ক I বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা, মানবচেতনার বিকাশ এবং মুক্তির ধারণা এই দ্বৈত কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। দেবী কালিকার প্রতীকী রূপকে সাংখ্যের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি প্রকৃতির গতিশীল ও সৃষ্টিশীল শক্তির মূর্ত প্রতীকI একই সঙ্গে বেদান্ত ও তন্ত্রে কালী আরও উচ্চতর আধ্যাত্মিক অর্থ লাভ করেনI বর্তমান প্রবন্ধে এই দর্শনীয় ব্যাখ্যাগুলিকে শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে

সাংখ্য দর্শনে দেবী কালিকা: প্রকৃতির প্রতীক

সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী প্রকৃতি অনাদি, অচেতন এবং ত্রিগুণময় I সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির মূল অবস্থা I পুরুষের সান্নিধ্যে এই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে বিশ্ববিবর্তন শুরু হয় এবং মহৎ, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও মহাভূতের ক্রমবিকাশ ঘটে (Larson & Bhattacharya, 1987)

কালীর রূপ এই প্রকৃতি-তত্ত্বের প্রতীকী উপস্থাপন I তাঁর ভয়ংকর রূপ তমোগুণের, গতিশীল নৃত্য রজোগুণের এবং মাতৃত্বময় সুরক্ষা সাত্ত্বিক গুণের প্রতিফলন I সাংখ্যের সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে। ফলে ধ্বংস কখনও চূড়ান্ত নয়; বরং নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা বহন করে। কালীর ধ্বংসাত্মক রূপও এই সৃষ্টিশীল ধারার প্রতীক I

অন্যদিকে মহাকাল বা শিব পুরুষতত্ত্বের প্রতীক। তিনি চৈতন্যময়, নির্লিপ্ত এবং সাক্ষীস্বরূপ I কালীর শিবের বক্ষে অবস্থান প্রকৃতি ও পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতীকী প্রকাশ

বেদান্তীয় ব্যাখ্যায় কালী: মায়া ও ব্রহ্মশক্তি

অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম একমাত্র চূড়ান্ত সত্য। জগতের বহুবিধ রূপ মায়ার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়I কালীকে এই মায়াশক্তির রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় I তিনি একদিকে জগতকে আচ্ছন্ন করেন, অন্যদিকে জ্ঞান ও মুক্তির পথও উন্মোচন করেন I

বেদান্তীয় দৃষ্টিতে কালীর ভয়ংকরতা মানুষের সীমাবদ্ধ অহং, অজ্ঞতা ও আসক্তির ধ্বংসকে নির্দেশ করে I তাঁর রূপ ভক্তকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে নাম-রূপের জগতের বাইরে এক অদ্বৈত চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান I অতএব কালী কেবল ধ্বংসের প্রতীক নন; তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধিরও প্রতীক I "পুরুষের আত্মদর্শন এবং প্রকৃতির মুক্তির উদ্দেশ্যে উভয়ের সংযোগ ঘটে; অন্ধ ও খঞ্জের পারস্পরিক সহযোগিতার মতো এই সংযোগ থেকেই বিশ্বসৃষ্টি।"

এই শ্লোকটি কালী ও মহাকালের মূর্তির একটি গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে-

মহাকাল (শিব) হলেন পুরুষ—
নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, চৈতন্যময়

কালী হলেন প্রকৃতি—
সক্রিয়, গতিশীল, সৃষ্টিশীলI

শিব ছাড়া কালী অচেতন শক্তিI
কালী ছাড়া শিব নিস্পন্দ চৈতন্যI

এই কারণেই কালীর মূর্তিতে দেখা যায় তিনি শিবের বুকে অবস্থান করছেনIএটি পৌরাণিক কাহিনি নয়, বরং সাংখ্য মেটাফিজিক্সের একটি দৃশ্যমান রূপকI

ত্রিগুণ ও কালীর প্রতীকী ব্যাখ্যা

সাংখ্য মতে প্রকৃতির মধ্যে তিনটি মৌলিক গুণ বিদ্যমান:

সত্ত্ব
আলোক, জ্ঞান, সমন্বয় I

রজঃ
গতি, শক্তি, পরিবর্তন I

তমঃ
স্থিতি, অন্ধকার, জড়তা I

সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে—
"শক্তির সঙ্গে যুক্ত না হলে শিব সৃষ্টি করতে সক্ষম নন; এমনকি স্পন্দিত হতেও পারেন না
এই শ্লোক তান্ত্রিক দর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব
এখানে শক্তিই পরম বাস্তবতা
কালী হলেন সেই চূড়ান্ত শক্তির প্রতীক"

তন্ত্রদর্শনে কালী: পরম শক্তির রূপ

তন্ত্রে কালী সর্বোচ্চ শক্তিতত্ত্ব I এখানে তিনি নিছক প্রকৃতি নন, বরং পরব্রহ্মের গতিশীল শক্তি। শাক্ত তন্ত্রে শক্তি ও শিবের ঐক্যের মাধ্যমে বিশ্বসৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হয় I শক্তি ব্যতীত শিব নিষ্ক্রিয়; আর শিব ব্যতীত শক্তি দিকহীন I

তান্ত্রিক সাধনায় কালী সময়, মৃত্যু ও ভয়ের অতীত এক মহাশক্তি I তিনি কেবল জগতের কারণ নন, মুক্তিরও পথপ্রদর্শক I তন্ত্রের ৩৬ তত্ত্বের মধ্যে কালী সেই সর্বোচ্চ শক্তি, যিনি সমস্ত স্তরকে অতিক্রম করেন (McDaniel, 2004)I

শিক্ষাতত্ত্বের আলোকে কালী

শিক্ষার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞান নির্মাণের জন্য পূর্বধারণার পুনর্গঠন I Piaget (1972)-এর মতে শেখা ঘটে অ্যাসিমিলেশন ও অ্যাকমোডেশনের মাধ্যমে I নতুন অভিজ্ঞতা পুরোনো জ্ঞান কাঠামোর সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীকে নতুন জ্ঞান নির্মাণে বাধ্য করে I

কালীর প্রতীকী রূপ এই ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উপস্থাপন করে I তিনি অজ্ঞতা, ভুল বিশ্বাস এবং সীমাবদ্ধ চিন্তাকে ধ্বংস করেন, যাতে নতুন উপলব্ধির জন্ম হয় I এই অর্থে কালী জ্ঞানীয় পুনর্গঠন (cognitive restructuring)-এর প্রতীক I

- যখন নতুন জ্ঞান পুরোনো ধারণার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে, তখন জ্ঞানীয় পুনর্গঠন ঘটে I

© 2026 কিঞ্জল চক্রবর্তী. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- এই ধ্বংসাত্মক অথচ সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়াই কালীর প্রতীকী রূপ I
- শিক্ষা কখনও কেবল তথ্য প্রদান নয় I
- শিক্ষা হলো পুরোনো বিশ্বাসের মৃত্যু এবং নতুন চেতনার জন্ম I
- এই কারণে কালীকে "Transformative Learning"-এর প্রতীক বলা যেতে পারে।

Vygotsky (1978)-এর সামাজিক নির্মাণবাদও এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে I সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সহযোগিতা এবং ZPD-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে উচ্চতর জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয় I কালীর প্রতীকী সংগ্রাম এই সামাজিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যেতে পারে I

মনোবিজ্ঞানের আলোকে কালী

মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কালী মানুষের অবচেতন জগতের প্রতীক I ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণে মানুষের ভেতরের প্রবৃত্তি, দ্বন্দ্ব ও দমিত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে I জুং-এর দৃষ্টিতে কালীকে "শ্যাডো আর্কেটাইপ" হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব I

মানুষ যখন নিজের অন্ধকার, ভয় এবং সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয় এবং সেগুলিকে আত্মসচেতনতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে, তখন ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা অর্জিত হয়I I জুং এই প্রক্রিয়াকে individuation নামে অভিহিত করেছেন I কালীর ভয়ংকর রূপ সেই মানসিক রূপান্তরের প্রতীক I

উপসংহার

দেবী কালী ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হলেও তাঁর কেন্দ্রীয় তাৎপর্য রূপান্তর, শক্তি এবং মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত I সাংখ্যে তিনি প্রকৃতি, বেদান্তে মায়াশক্তি এবং তন্ত্রে পরাশক্তির প্রতীক I একই সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বে তিনি জ্ঞান নির্মাণের এবং মনোবিজ্ঞানে আত্ম-রূপান্তরের রূপকI

সুতরাং, কালীকে কেবল ধর্মীয় বা পৌরাণিক প্রতীক হিসেবে দেখলে তাঁর পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না I তিনি ভারতীয় জ্ঞানচর্চার এমন এক প্রতীক, যিনি দর্শন, শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি গভীর সংলাপ প্রতিষ্ঠা করেন I

তথ্যসূত্র

1. Bhattacharyya NN. History of the Sakta religion. Delhi: Munshiram Manoharlal; 1999.
2. Eliade M. Yoga: immortality and freedom. Trask WR, translator. Princeton (NJ): Princeton University Press; 1973.
3. Feuerstein G. The yoga tradition: its history, literature, philosophy and practice. Prescott (AZ): Hohm Press; 1998.
4. Frauwallner E. History of Indian philosophy. Vol. 1. Delhi: Motilal Banarsidass; 1996. Originally published 1953.
5. Larson GJ, Bhattacharya RS, editors. Samkhya: a dualist tradition in Indian philosophy. Princeton (NJ): Princeton University Press; 1987.
6. McDaniel J. Offering flowers, feeding skulls: popular goddess worship in West Bengal. Oxford: Oxford University Press; 2004.
7. Piaget J. The psychology of the child. New York: Basic Books; 1972.
8. Raju PT. Structural depths of Indian thought. Albany (NY): State University of New York Press; 1985.
9. Saraswati S. Kali: the goddess of time, change, power, creation, preservation and destruction. Delhi: Motilal Banarsidass; 2001.
10. Sen A. Education, society and development in India. London: Routledge; 2019.
11. Vygotsky LS. Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge (MA): Harvard University Press; 1978.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

কিঞ্জল চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের কল্যাণী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা ও শিক্ষাদানে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষণ পদ্ধতি। তিনি একাডেমিক উন্নয়ন, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা এবং গুণগত শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

© 2026 কিঞ্জল চক্রবর্তী. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/